গ্রীক, রোমীয় ও ইহুদি সংস্কৃতি কি পতিত সংস্কৃতি?

অবশ্যই! পাপ জগতে প্রবেশ করার সাথে সাথে প্রতিটি সংস্কৃতি এই পতন দ্বারা আক্রান্ত হয়। পতিত পরিবার প্রতিটি সমাজকে পাপ, রোগ, লজ্জা, মৃত্যু ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত করে। এই প্রতিটি বিষয় জাতির জন্য ঈশ্বরের আসল উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে।

মূল শব্দ

বাইবেলীয় সংস্কৃতি

বাইবেলীয় প্রেক্ষাপট জানা গুরুত্বপূর্ণ

গ্রীক, রোমান, এবং ইহুদি জাতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ কারণ এইসব সংস্কৃতি পৃথিবীর ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। এবং এই সংস্কৃতিই সেই স্থান যেখান থেকে আদি মন্ডলী সৃষ্টি। আসল পাঠকের প্রেক্ষাপট প্রায়ই আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে।

গ্রীক সমাজ: গ্রীকরা কিভাবে নারীদেরকে দেখতো?

কবি, দার্শনিক, সরকারি নেতা, দেব দেবী এবং অন্যান্য কাল্পনিক চরিত্ররা নারীদের প্রতি সাধারণ ধারণা প্রদর্শন করে।

- গ্রীকরা শিক্ষা দেয় যে নারীদেরকে ঈশ্বর পুরুষদের থেকে আলাদা সময়ে সৃষ্টি করেছেন শাস্তি হিসেবে।
- অ্যারিস্টটল বলেছেন, নারীরা "বিকৃত মনুষ্য জাত", "ত্রুটিপূর্ণ পুরুষ", "অঙ্গ বিকৃতি, অস্বাভাবিকতা"।
- মিন্ডার লিখেছেন "নারীরা জঘন্য প্রজাতি, সকল দেব দেবী দ্বারা ঘৃণিত।"
- ওরেস্টেস এর কোরাস গেয়েছিল,"নারীর সৃষ্টি হয়েছে পুরুষদের অনিষ্ট করার জন্য।"
- ইউরিপিডস্ লিখেছেন, "চালাক নারীরা বিপদজনক।"

রোমীয় সমাজ: রোমীয়রা কিভাবে নারীদেরকে দেখতো?

প্রথম শতকে রোমীয়রা গ্রীকদেরকে সরিয়ে - তারাই প্রধান হয়ে ওঠে। যীশু যখন জন্মেছেন, তখন তারা ফিলিস্তিন শাসন করছিল।

- রোমানরা গ্রীকরা অনেক চিন্তাধারা নিজেদের মধ্যে ধারণ করে। তাদের বিয়ের দেবতা ছিলো জুনো। তার স্বামী তার সাথে দূর্ব্যবহার করতো এবং তাকে ঠকাতো। জুনো ছিল ধান্দাবাজ এবং অপ্রীতিকর।
- ভেনাস ছিল প্রেম এবং পতিতাদের দেবতা। সে ছিল সুন্দরী ও আকর্ষনীয়। সমাজের লোকেরা ভাবতো যে পতিতাদের কাছে যাওয়া পুরুষের জন্য একটি ভালো বিষয়।
- রোমীয় নারীদের কোন স্বতন্ত্র নাম ছিল না। মেয়েরা তাদের বাবাদের নামের নারী জাতীয় রূপটি বেছে নিত।
- রোমীয় আইনে প্রথম মেয়ের পরবর্তী কোন মেয়ের জন্ম হলে "প্রথম দর্শনে খুন" সিদ্ধ ছিল।
- রোমীয় সংস্কৃতি উচ্চ বর্ণীয় নারীদেরকে গ্রীকদের থেকে আরো বেশ কিছু সুবিধা দিতো, তাও খুব বেশি নয়।

ইহুদি সমাজ: ইহুদি নেতারা কিভাবে নারীদেরকে দেখতো?

ইহুদি নেতারা ট্যালমাড (আইনের/আজ্ঞার ব্যাখ্যা) ও মিসনাহতে (রব্বিনিক সংস্কৃতি) সরকারি মান নির্ধারণ করে রেখেছেন।

- সকল নারীর প্রতিনিধি হবা, ১০ টি অভিশাপে অভিশপ্ত হয়েছেন।
- "একজন উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের পিতা হওয়া অসম্মানের, কিন্তু একজন কন্যা সন্তানের জন্ম একটি ক্ষতি।"
- রব্বিরা স্ত্রীদেরকে একদলা মাংসের সাথে তুলনা করেছেন। "একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে যা খুশি করতে পারে.. এমন মাংস যা কসাইখানা থেকে আসে যা লবন দিয়ে, রোস্ট করে, রেঁধে, পুড়িয়ে খাওয়া যায়।
- ট্যালমাড বলে,"তোরার শব্দ পুড়ে যাক, কিন্তু তা স্ত্রীলোকের কাছে না যাক।"
- একজন স্ত্রীলোক তার স্বামী ও পুত্রকে সিনেগগে পাঠানোর মাধ্যমে নিজেদের আত্মিক নিয়তিকে স্পর্শ করে।

উপসংহার

প্রতিটি পতিত সংস্কৃতিই একটি করুন ও ভগ্ন সম্পর্কের ধারক। আপনি হয়তো এমন অনেক উদাহরণ নিজের জীবনে পাবেন।

প্রতিটি সংস্কৃতিই ঈশ্বরের আদর্শ পরিবারের ধারণা থেকে সরে গেছে। এই দঃখজনক, অন্যায্য, অন্ধকার, পাপপূর্ণ পৃথিবীতে যীশু আসলেন। যীশু আসলেন ও নতুন মানদন্ড, নতুন সম্মান ও নতুন আশা নিয়ে আলোকিত করলেন।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **ঈশ্বর** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?